ডলফিন

রবার্ট এ মরিস

চিত্রাঙ্কনঃ মোমারু ফুনাই

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী



ডলফিন

রবার্ট এ মরিস

চিত্রাঙ্কনঃ মোমারু ফুনাই

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী





ভোর হয়ে গেছে।

সূর্যের আলোয় আকাশ ঝলমল করছে।

সমুদ্র আজ একদম শান্ত।

টুইট! টুইট! টুইট!

ডলফিনদের আওয়াজ এটা।

ওরা খুশী হলে এরকম আওয়াজ
করে।

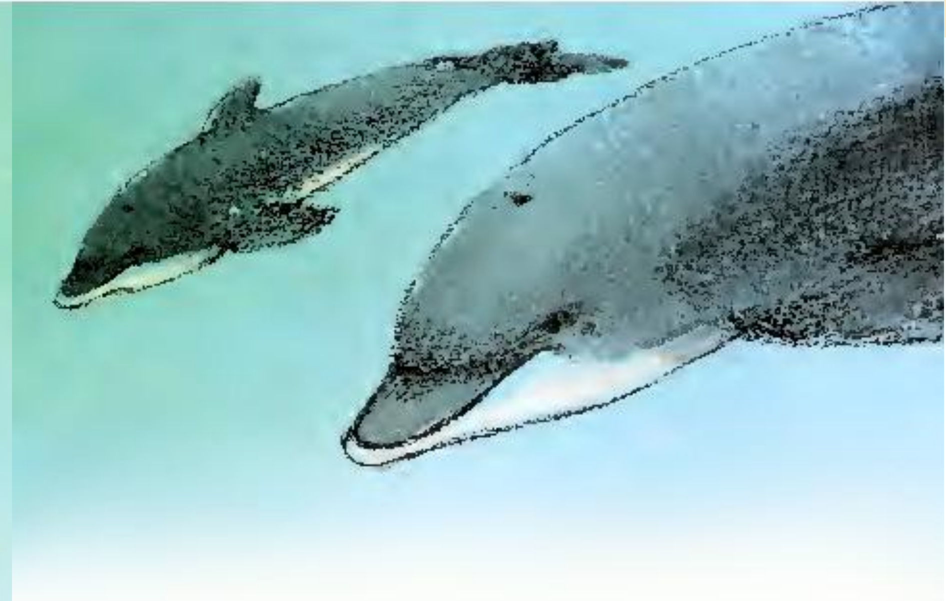
মা ডলফিনের আশে পাশে সব ছোট
ছোট ডলফিনেরা সাঁতার কাটছে।

মা ডলফিনটা একটি শিশুর জন্ম
দিতে চলেছে।









প্রথমে, মায়ের শরীর থেকে একটা ছোট লেজের মত অংশ বেরোতে দেখা যাচ্ছে।

এরপর বেরোল গোটা বাচ্চাটা।

বাচ্চা ডলফিন মোটামুটি তিন ফুট লম্বা হয়।

আর, মা ডলফিন হয় আট ফুট লম্বা।

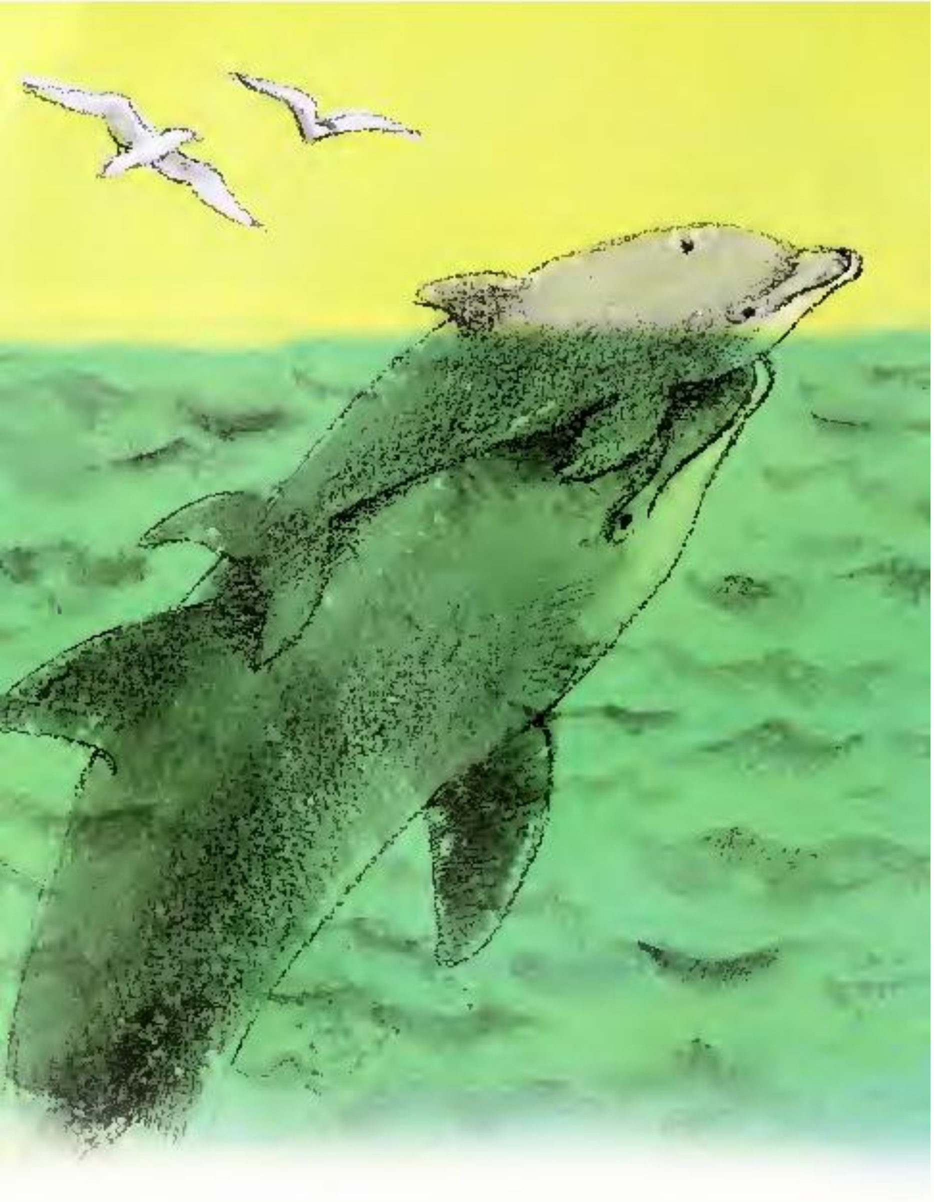
বাচ্চা ডলফিনকে ইংরাজীতে বলে “কাফ”।
বড় মেয়ে ডলফিনকে বলে “কাউ”।

বড় ছেলে ডলফিনকে বলে “বুল”।

এই নতুন বাচ্চাটা একটা ছেলে ডলফিন।







ডলফিন একটা স্তন্যপায়ী প্রাণী।

ডলফিনরা শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে জলের বাইরে আসে।

সদ্যজাত বাচ্চাটাকে যত তাড়াতাড়িজলের বাইরে বেরিয়ে হাওয়ায় শ্বাস নিতে হবে,

নয়ত সে ডুবে যাবে।

মা ডলফিন শিগগিরি বাচ্চাটার নীচে গিয়ে সাঁতার কাটতে শুরু করে।

সে আস্তে করে বাচ্চাটাকে জলের উপর দিকে ঠেলতে থাকে।

স্বিশ! স্বিশ!

বাচ্চাটি প্রথমবারের মত হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেয়।

ডলফিনদের নাক থাকে ওদের মাথার উপরে। একে বলে "ব্লো হোল"।

এবার বাচ্চাটা নিজেই সাঁতার কাটতে থাকে। এবার যখন যখন ও নিঃশ্বাস নেবে, ও জলের উপরে উঠে আসবে বুকে হাওয়া ভরে নিতে।

এবার বাচ্চাটার ক্ষিদে পেয়েছে।

সে তার মায়ের খুব কাছে গিয়ে সাঁতার কাটতে থাকে।

মাও তখন বাচ্চার দিকে পাশ ফেরে।

বাচ্চা তার মায়ের গরম দুধ পান করতে থাকে।







হুইর! হুইর! হুইর!

ডলফিনটা একটা নতুন আওয়াজ শোনে।

ওটা তো একটা জাহাজ!

সব ডলফিনের দল ঐ জাহাজের দিকে চলতে থাকে।

বাচ্চা ডলফিন ওর মায়ের পাশে পাশে চলে।





বাচ্চাটা বেশ ভালই সাঁতার কাটে।

সে নিজের লেজের ডগাটা উপর নীচে করতে থাকে।

এইভাবেই সে জলের মধ্যে আরামসে এগোতে থাকে।

ওর পিঠের উপর যে পাখাটা তাকে ইংরাজীতে বলে “ফিন”।

এটা ডলফিনকে উলটে যাওয়া থেকে বাঁচায়।

ওর সামনের পাখা দুটোকে “ফ্লিপার” বলে।

বাচ্চা ডলফিন ফ্লিপারগুলো উপর-নীচ, ডাঁয়ে-বাঁয়ে চলতে ব্যবহার করে।

মা আর বাচ্চা বেশ জোড়েই সাঁতার কাটতে থাকে।

সাঁতার কাটতে কাটতে তারা জাহাজটার এক্কেবারে সামনে পৌঁছায়।

পৌঁছে তারা সাঁতার কাটা বন্ধ করে দেয়।

জাহাজের পাশে ঢেউয়ের উপর তারা ভাসতে থাকে।





অন্য অনেক ডলফিন একসাথে মিলে ঐ একই ভাবে ভাসতে থাকে।

কেউ ডুবকি লাগায়, কেউ লাফ মারে, কেউ ঢেউয়ে ভেসে ভেসে খেলতে থাকে।

ডলফিনের চামড়া একদম মসৃণ আর চকচকে হয় , যার ফলে এদের জন্য জলে সাঁতার কাটা খুব সহজ হয়।









সন্ধ্যে হয়ে আসে।

ডলফিনেরা সব জাহাজের পাশ থেকে একে একে চলে যেতে শুরু করে।

কারণ এবার তাদের আরাম করার সময় হয়ে গিয়েছে।

বাচ্চা তার মাকে ডাকতে থাকে।

টুইট! টুইট! টুইট!

ওর ক্ষিদে পেয়েছে, মায়ের দুধ চাইছে ও।

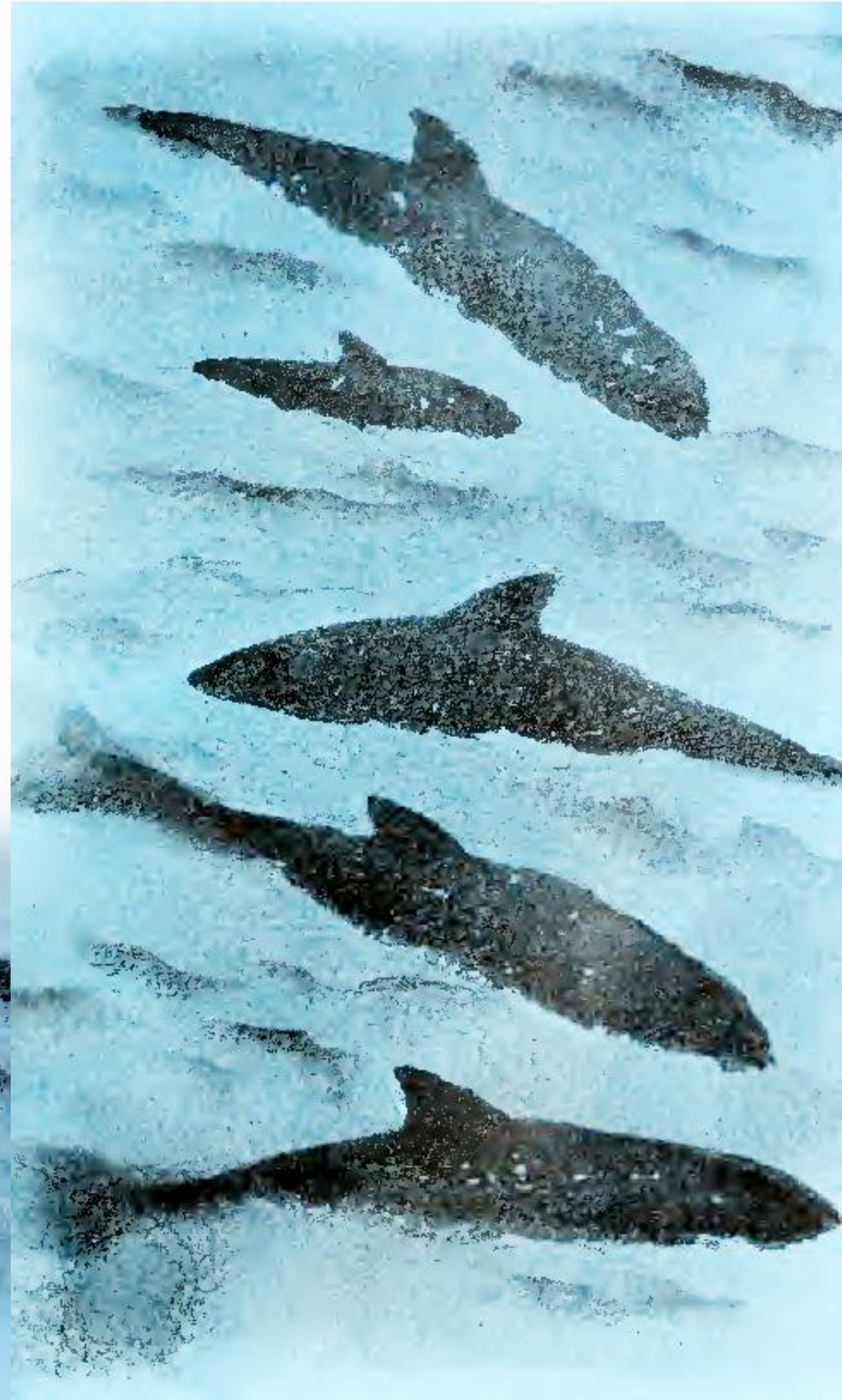
ডলফিনেরা জলের উপরে এসে আরাম করে
আর নিঃশ্বাস নেয়।

তারা অনেক ঘণ্টা আরাম করে।

বাচ্চা ডলফিনটা আরামে চোখটা বন্ধ করে নেয়।

তার জন্য একটা লম্বা দিন ছিল এটা।







পরের দিন মা ডলফিনের ক্ষিদে পায়।

খাবারের খোঁজে যেতে হবে তাকে।

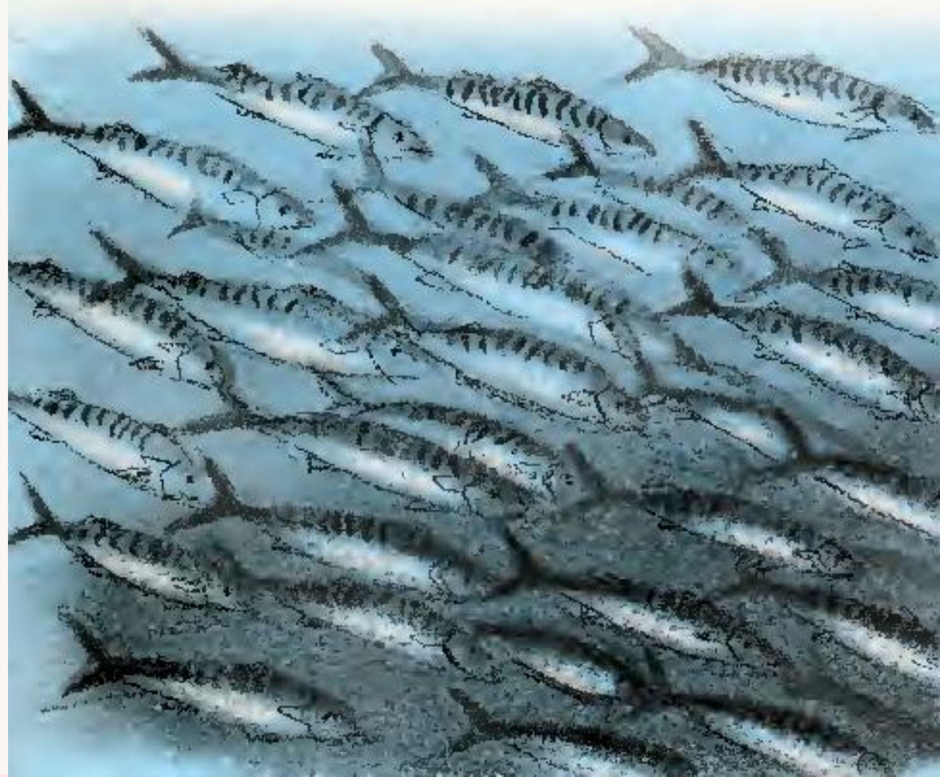
সব ডলফিন একসাথে শিকার করতে যায়।

ডলফিনেদের এই ঝাঁককে বলে “পড”।

“পড” প্রতিদিন খাবারের খোঁজে বেরোয়।

তারা মাছ, চিংড়ি আর ছোট, ছোট স্কুইড খায়।

আজ তারা এক বিরাট ম্যাকারেলের ঝাঁক দেখতে পেয়েছে।



ম্যাকারেলের ঝাঁকটা ছিল একটু দূরে।

কিন্তু ডলফিনেরা তো ম্যাকারেলেদের থেকে অনেক জোড়ে সাঁতার কাটতে পারে।

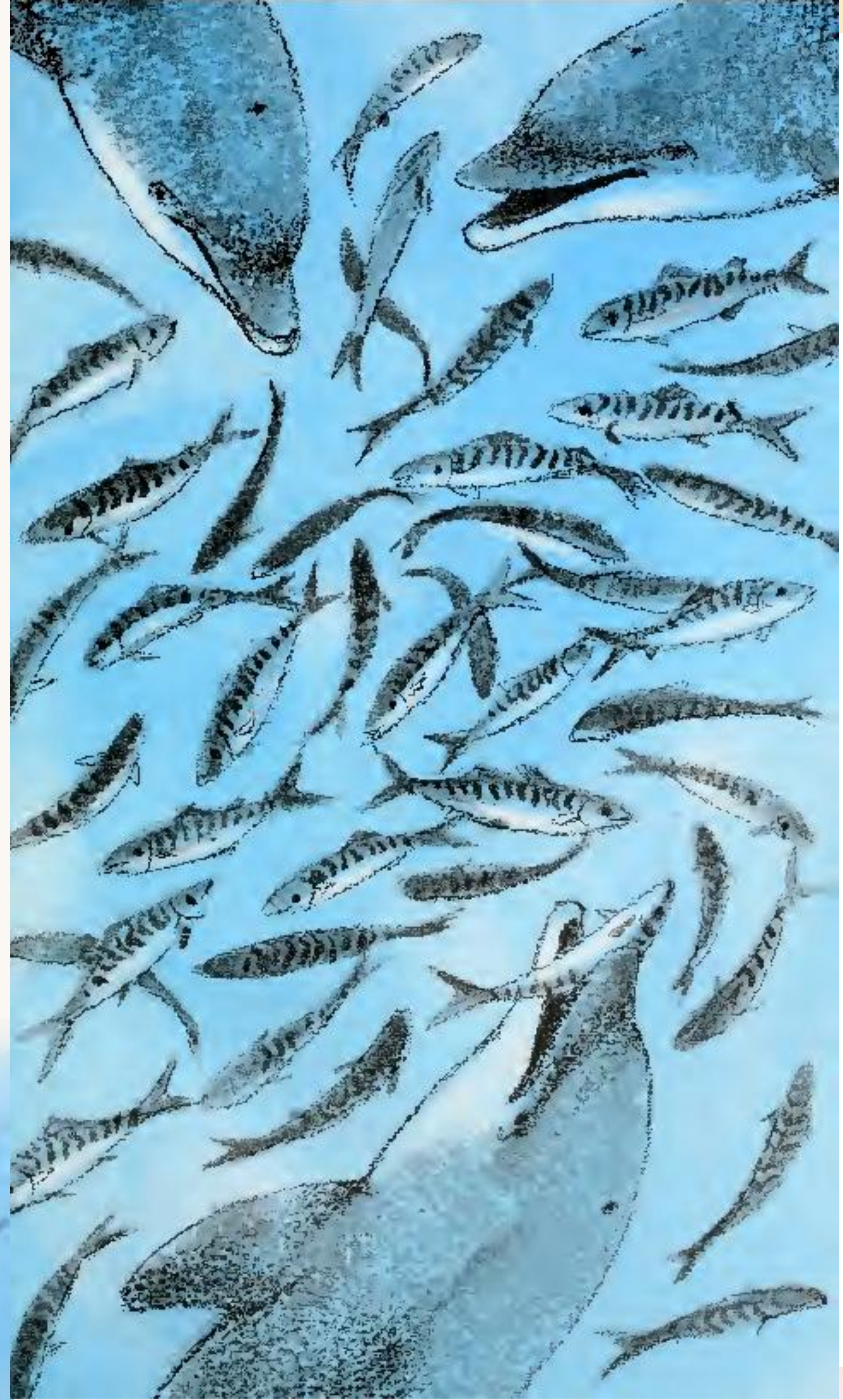
অদের মধ্যে কিছু ডলফিন মাছেদের ঝাঁকের ঠিক নীচে চলে যায়।

কিছু ডলফিন মাছের ঝঁআকটিরে ডানপাশে, আর কিছু বাম পাশে সাঁতার কাটতে শুরু করে।

এখন, ম্যাকারেলেরা তো সব একসাথে গায়ে গায়ে চলেছে।

তাই এবার তাদের ধরা ডলফিনদের পক্ষে সহজ হয়ে যায়।









একটা আহত ম্যাকারেল সাঁতার কাটতে কাটতে বাচ্চা ডলফিনটার পাশে চলে যায়।

বাচ্চাটা অমনি তাকে ধরে ফেলে।

কিন্তু তার জন্য মাছটি তো বেশ বড়।

সে নিজের মুখে মাছটাকে ধরতে পারে না।

সে সুযোগে মাছ পালিয়ে যায়।



চুর্প! চুর্প! চুর্প!

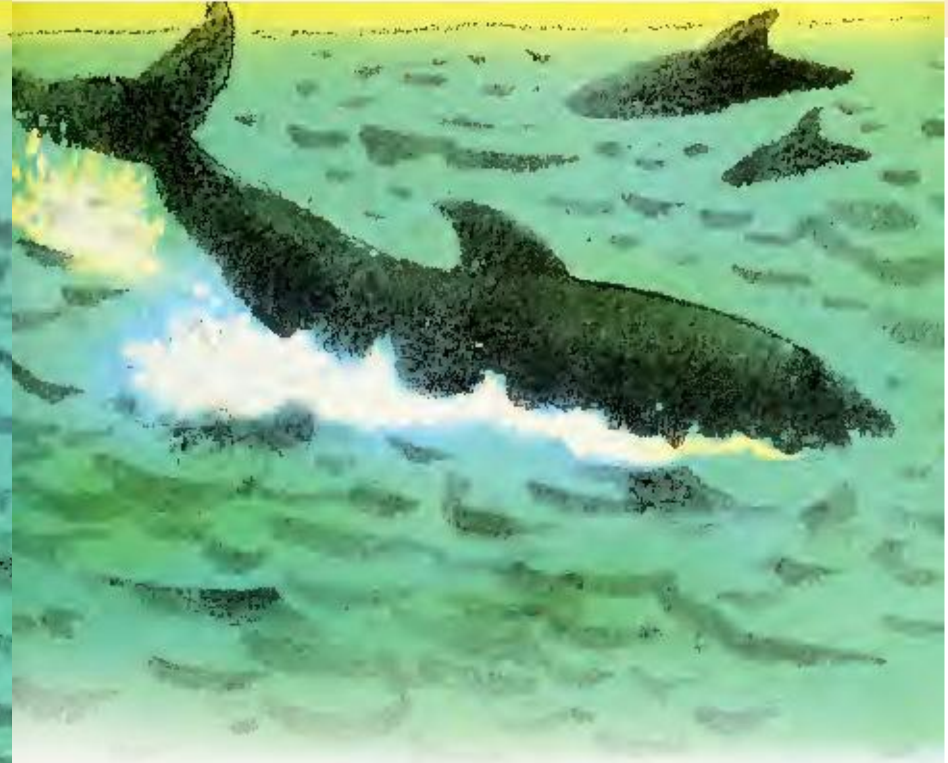
এটা টো একটা বিশাল তিমির আওয়াজ!

এই তিমির প্রজাতি ডলফিনদের শত্রু।

এই তিমিরা সীল মাছ, আর সব বড় বড় মাছ আর ডলফিনদের খায়।







স্ল্যাপ! স্ল্যাপ! স্ল্যাপ!

একটা ডলফিন তার লেজ দিয়ে জলের উপর ঝাপটাতে থাকে।

এটা কিন্তু একধরণের সতর্কীকরণের পদ্ধতি।

মা ডলফিন খুব তাড়াতাড়ি বাচ্চার পাশে এসে যায়।



ততক্ষণে সব ডলফিনেরা অনেক দূরে চলে গিয়েছে।

মা ডলফিনটা খুব তাড়াতাড়ি সাঁতার কাটতে থাকে।

কিন্তু বিশাল তিমিটাও যে থেমে নেই। খুব কাছে এসে যেতে থাকে সেও।

বাচ্চা ডলফিন হাঁফিয়ে ওঠে।

কয়েকটা বুল ডলফিনকে দেখা যায় বাচ্চাটার পাশে পাশে সাঁতার কাটতে,

তাকে রক্ষা করার জন্য।





এবার ঐ তিমি মাছেরা ম্যাকারেলেদের
ঝাঁকটাকে দেখতে পেয়েছে।

তারা এবার ম্যাকারেলদের পিছনে ধাওয়া করে।

এই সুযোগে ডলফিনেরা অনেক দূরে চলে যায়।

সুরক্ষিত জায়গায়।



প্রতিদিন একটু একটু করে বাচ্চাটা বাড়তে থাকে।

এখন ওর বয়স এক মাস।

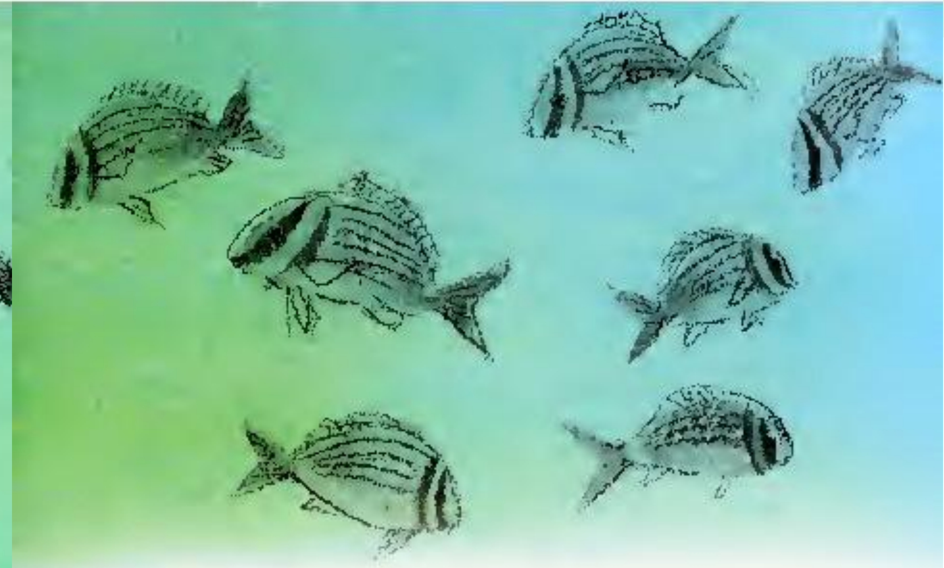
সে এখন চার ফুটেরও উপর লম্বা।

যখন ওর বয়স দু'বছর হবে, সে তখন সে মায়ের মত লম্বা হয়ে যাবে।









এখন, কখনো কখনো মা ডলফিন বাচ্চা্টাকে একা ছেড়ে যায়, খাবারের সন্ধানে।

সে যখন চলে যায়, বুল ডলফিনেরা বাচ্চার খেয়াল রাখে।

এইভাবেই তারা বাচ্চার দেখভাল করতে মা ডলফিনকে সাহায্য করে।

বাচ্চারা মা ডলফিনদের মত অত গভীর জলে সাঁতার কাটতে বা ডুব দিতে পারে না।

ওরা শুধু মিনিট তিনেকই জলের নিচে থাকতে পারে।

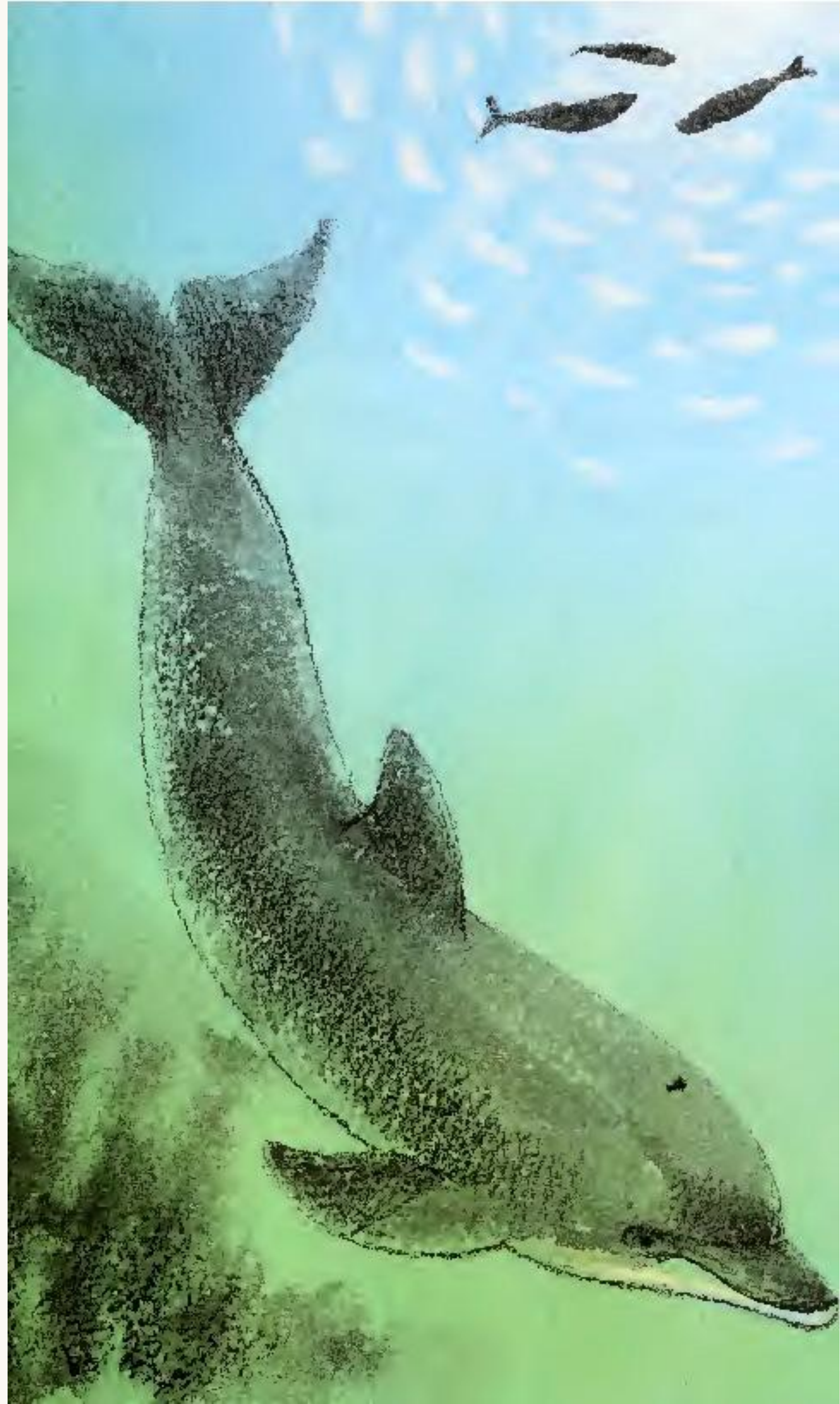
মা ডলফিন প্রায় একশ ফুট গভীর পর্যন্ত ডুব দিতে পারে।

অত গভীরে জল অনেক ঠাণ্ডা হয়।

কিন্তু এদের চামড়ার নিচে এক মোটা চর্বির স্তর থাকে।

ঐ চর্বি তাদের শরীরকে গরম রাখে।

মা ডলফিন প্রায় ছয় মিনিট পর্যন্ত জলের নীচে থাকতে পারে।



মা ডলফিন নিজের মুখে করে
একটা মাছ নিয়ে আসে।

তারপর সে মাছটাকে ছেড়ে দেয়।

আসলে ও চায় বাচ্চাটা নিজে
মাছটাকে শিকার করুক।





বাচ্চাটা মাছটার পিছনে ধাওয়া করে
আর তাকে ধরেও ফেলে।

ওর দাঁতগুলো ছোট হলেও বাচ্চা
বয়সের মতন নেই আর।

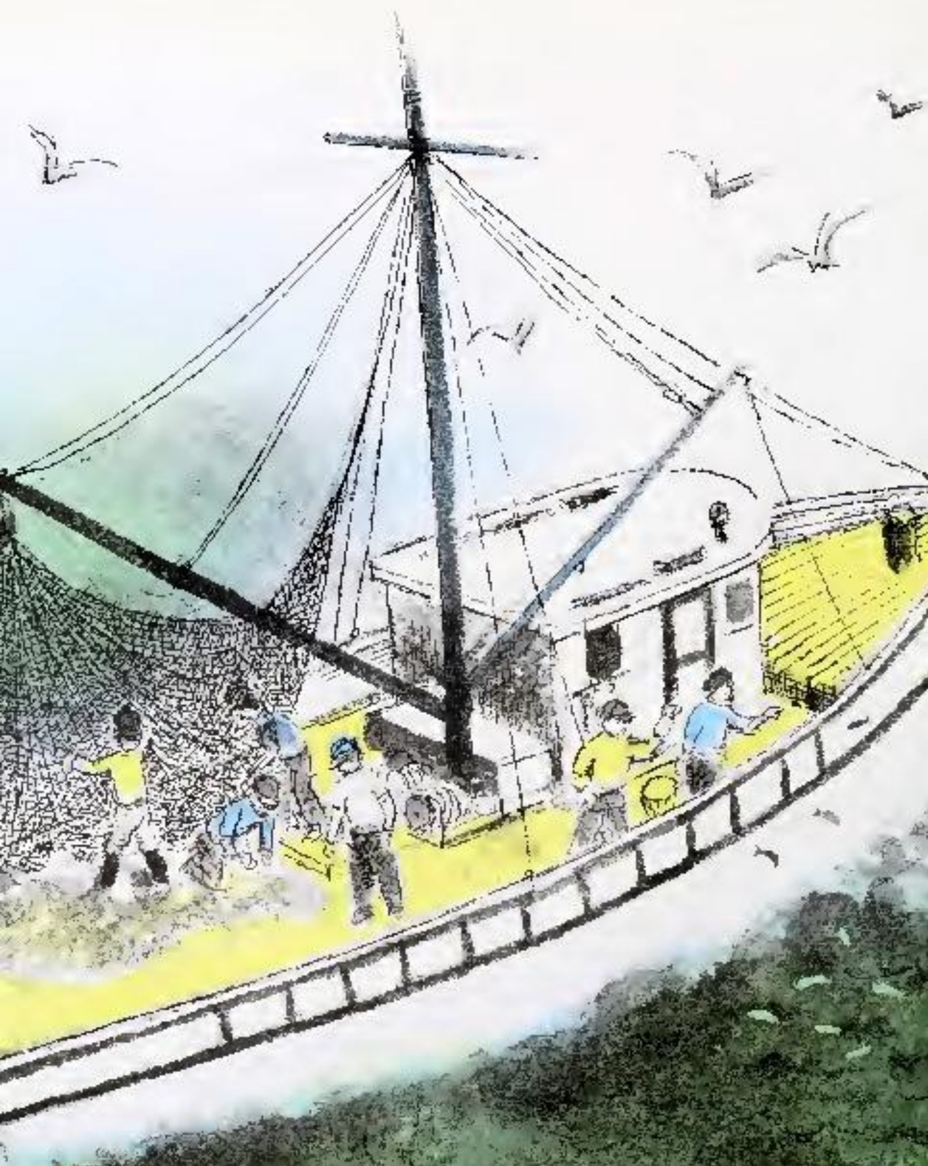
এই দাঁতগুলো ওর নতুন দাঁত। ওর
সারাজীবন থাকবে।

বড় হবার সাথে সাথে দাঁতগুলোও বড়
হবে।

বাচ্চাটা মাছটাকে চিবায় না, পুরোটা
একেবারে গিলে ফেলে।

হুইরে! হুইরে! হুইরে!

ঐ যে, চিংড়ি মাছ ধরার নোকা আসছে।



নৌকার লোকেরা মাছ ধরার জাল গুটাচ্ছে।

জাল চিংড়ি আর অন্য সব মাছে ভরা।

লোকেরা ঐ জাল থেকে শুধু চিংড়ি মাছই বের করে নেবে।

বাকী মাছ ওদের কোন কাজে আসবে না।

ওরা ঐসব বাকী মাছ আবার সমুদ্রে ফেলে দেবে।

ডলফিনেরা খুব জলদি নোকার পাশে এসে যায়,

ঐ ফেলে দেওয়া মাছ খেতে পাবে বলে।



কখনো কখনো সমুদ্রে জল ঘোলা থাকে।

তখন ডলফিনেরা জলের মধ্যে দিয়ে দেখতে পারে না।

ক্লিক! ক্লিক! ক্লিক!

ডলফিনেরা একটা বিশেষ আওয়াজ বা শব্দ করতে থাকে। সেই আওয়াজ জলের মধ্যে দিয়ে বয়ে যায়।

আর মাছেদের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খায়।

ধাক্কা খেয়ে সেই শব্দ আবার ডলফিনেদের কাছে ফিরে আসে।





এই ফিরে আসা শব্দ ডলফিনেদের বলে দেয় মাছের ঝাঁক আছে আর কোথায় আছে। কোন দিকে গেলে তারা মাছেদের পাবে।





ক্লিক! ক্লিক! ক্লিক!

ছোট্ট ডলফিনটা ছোট ছোট মাছগুলোকে খেতে খেতে আগে-পিছে সাঁতার কাটতে থাকে।

হঠাত, কাদা ঘোলা জলে সে একটা বিশাল প্রাণী দেখতে পায়।

ওই প্রাণীটা মা ডলফিনের থেকেও অনেক বড়।

ওটা একটা বিশাল টাইগার শার্ক।

ঐ শার্কও মাছেদের পিছনে পিছনে এসেছে।

স্ল্যাপ! স্ল্যাপ! স্ল্যাপ!

এরই মধ্যে একটা ডলফিন আসন্ন বিপদের জন্য সতর্ক করতে থাকে,

আওয়াজ করে।

অনেক দেরী হয়ে গেছে!

শার্কটা ছোট ডলফিনটাকে ফ্লিপার দিয়ে ধরে ফেলে।

ছোট ডলফিনটা আহত হয়।

তার ফ্লিপারের মানে ডানার ধারের দিকটা কেটে যায়।





অনেকগুলো বুল ডলফিন শার্কের দিকে তেড়ে আসে।

তারা নিজেদের থুথনি দিয়ে শার্কটাকে আঘাত করতে থাকে।

শার্কটাও চোট পায়।

সে সাঁতরে দূরে চলে যায়।



বাচ্চা ডলফিনের হাওয়া চাই, শিগগিরি।

দুটো ডলফিন মিলে তার নীচে চলে যায়।

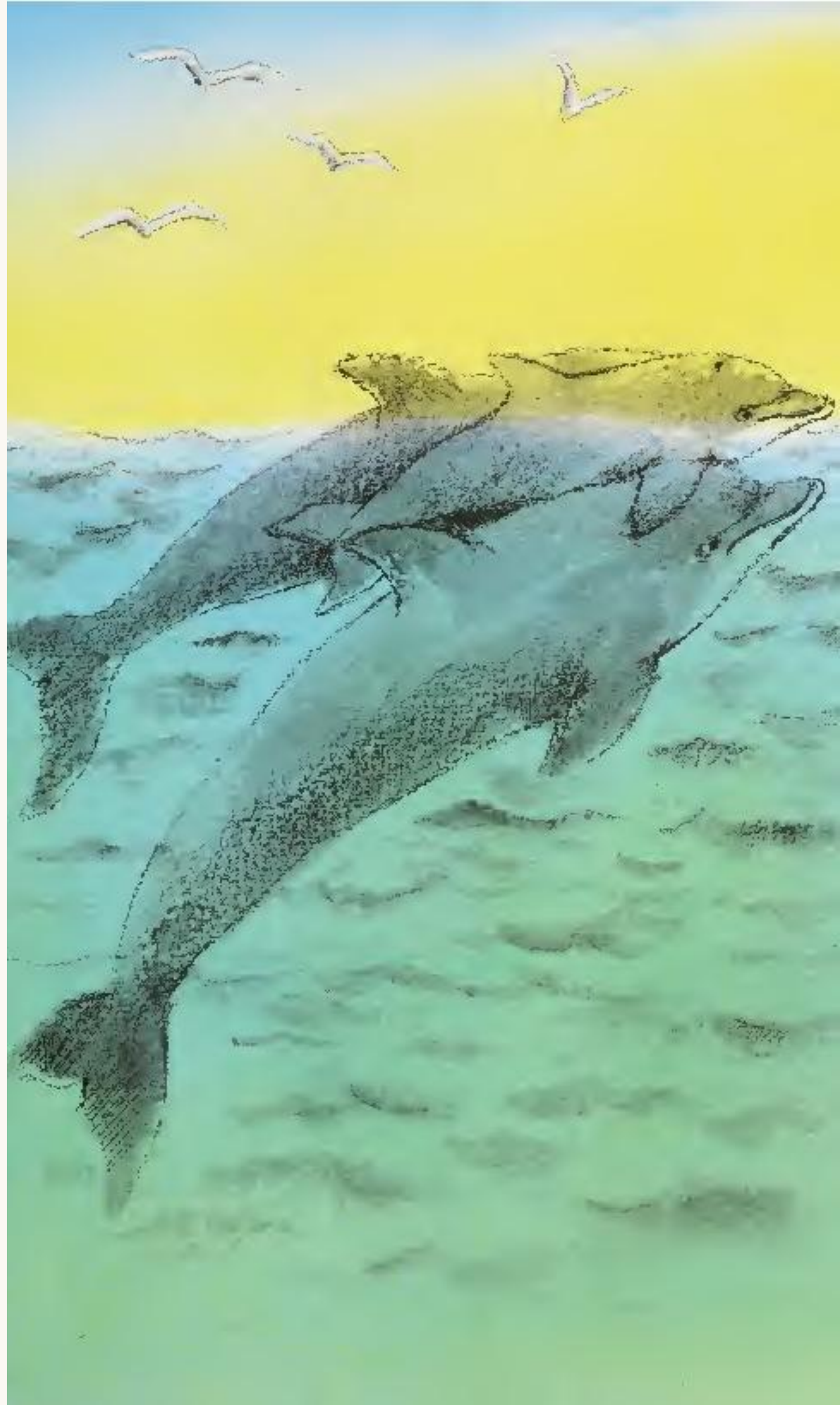
নীচ থেকে তারা বাচ্চাটাকে জলের উপর তুলে ধরে।

বাচ্চাটা নিঃশ্বাস নেয়।

এইভাবে ডলফিনের দল ছোট বাচ্চাটার প্রাণ বাঁচায়।

বাচ্চাটার বেশী চোট লাগে নি।

ওর ডানা মানে ফ্লিপারটা তাড়াতাড়িই ঠিক হয়ে যাবে।







টুইট! টুইট! টুইট!

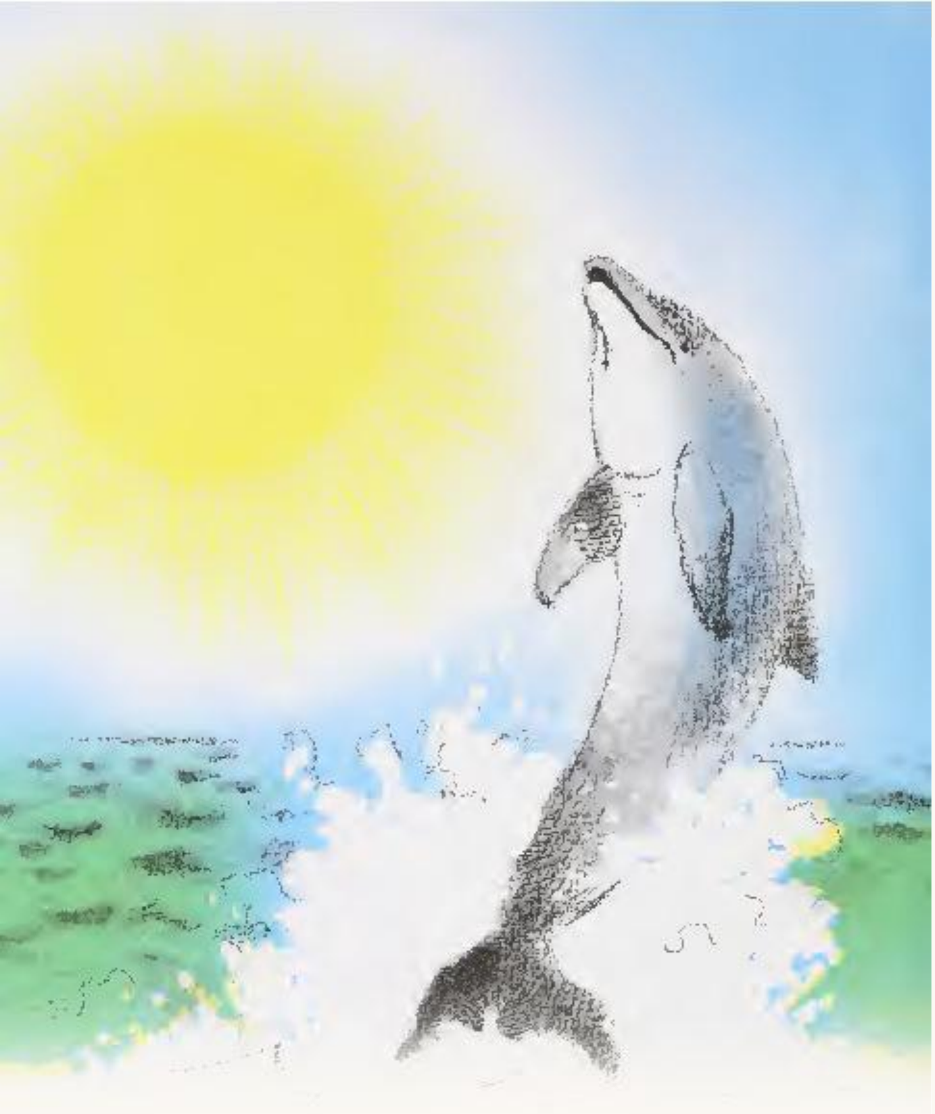
মা ডলফিনটা ডাকছে।

বাচ্চাটা মায়ের পাশে গিয়ে সাঁতার কাটতে থাকে।

দুধ খাওয়ারও সময় হয়ে গিয়েছে।

এক বছর বয়স হয়ে গেলে ওর আর মায়ের দুধ খাবার দরকার হবে না।

তখন সে নিজেই নিজের দেখভাল করতে পারবে।



একটা ডলফিন ত্রিশ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে।

তারা জীবনের বেশীরভাগ সময়ই অন্য
ডলফিনেদের সাথে ঝাঁকেই ঝাঁকেই থাকে।

সমাপ্ত